মোছলেম রত্নহার

—ঃ*ঃ—

নেক কার্য্যে মজুরী লওয়া জায়েজ কিনা ?

বাকরগঞ্জ জিলার ছারছীনা নিবাসী মরহুম পীর হজরত মাওলানা শাহ ছুফী

হাজী নেছারুদ্দীন আহ্‌মদ

ছাহেব প্রণীত

ফুরফুরা শরীফ PDF লাইব্রেরী
ফুরফুরা শরীফ PDF লাইব্রেরী

بسم الله الرحمن الرحيم

মোছলেম রত্নহার

—:o:—

নেক কার্য্যে মজুরী লওয়া জায়েজ কিনা ?

প্রশ্ন—কোন নেককার্য্য করিয়া কিছু পারিশ্রমিক লওয়া জায়েজ কি না ?

উঃ—আগেকার ওলামাগণের মতে নেককার্য করিয়া পারিশ্রমিক লওয়া জায়েজ ছিল না। কিন্তু মোতায়াখখেরীন ওলামাগণ পবিত্র কোরআন শরীফ শিক্ষা দিয়া মজুরী লওয়া জায়েজ রাখিয়াছেন। যথা—আলমগীরী, হামিদী ও হেদায়া।

প্রঃ—তবে কি কোরআন শরীফ শিক্ষাদান ভিন্ন অন্য কোন নেককার্য্য করিয়া মজুরী লইতে পারে না ?

উঃ—ফেকাহ শিক্ষা দিয়া, মোয়াজ্জেনী ও ইমামতি করিয়া মজুরী লওয়া জায়েজ আছে। কেননা প্রাচীনকালে তাহারা বাদশার তরফ হইতে বায়তুলমালের অংশ প্রাপ্ত হইত। সেই জামানায় ঐ সকল কার্য্যে লোকের বিশেষ উৎসাহ ছিল কিন্তু বর্তমানে সেই বায়তুল মালও নাই এবং লোকেরও বিশেষ উৎসাহ নাই, এই কারণে মোতায়াখখেরীন ওলামাগণ ঐ সকল নেককার্য্য বিলুপ্তির আশঙ্কায় মজুরী লওয়া জায়েজ রাখিয়াছেন। যথা—দোররুল-মোখতার ও আইনী শরেহ কান্জ ৩য় খণ্ড।

প্রঃ—যদি কেহ কিছু লিল্লাহ পাইবার আশায় কোর-আন শরীফ বা তছবিহ তাহলীল পড়ে ও কবর জেয়ারৎ ইত্যাদি নেকের কার্য্য করিয়া ঐ আশানুযায়ী কিছু গ্রহণ করে তাহা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—না; এরূপ লিল্লাহ লওয়া মজুরীর মধ্যে গণ্য হইবে এবং ঐ মজুরী বেদাৎ, বরং গুনাহ কবীরা; টাকা পয়সা কিংবা খানা খাওয়া ইত্যাদির লোভে উক্ত কার্য্য করা মজুরীর মধ্যে গণ্য হইয়া হারামে পরিগণিত হইবে। যথা—ফতোয়া তালকি, মিয়াতে মাছায়েল ও শামী ৫ম খণ্ড।

প্রঃ—তবে কি কোন নেককার্য্য করাইয়া কিছু দান করিলে দাতা গুণাহগার হইবে?

উঃ—উল্লিখিত ইমামতি, মোয়াজ্জেনী, কোরআন শরীফ ও কেতাব শিক্ষা এই চারিকর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন নেককার্য্যে মজুরী লওয়া সিদ্ধ নহে; কাজেই যে সকল পূণ্য কার্য্যগুলিতে পার্থিব স্বার্থ নাই, তাহাতেই মজুরী লওয়া হারাম, দাতা গৃহীতা উভয়ে গুণাহগার হইবে। যথা—আইনী শরেহ হেদায়া ও শামী।

প্রঃ—মৃত ব্যক্তির পরকালের সদগতির জন্য মজুরী দিয়া নেক-কার্য্য করাইলে সে নেকের ছওয়াব পাইবে কিনা?

উঃ—না। কেননা নেককার্য্যে খালেছ নিয়তের আবশ্যক। প্রায় আলেমগণ পয়সার লালসা ভিন্ন আল্লাহর ওয়াস্তে পড়েন না, সুতরাং ইহাতে খালেছ নিয়ত তরক হয়, এই নিমিত্ত তাহারাই যেন ছওয়াবের মালিক নহে, কাজেই জীবিত বা মৃত কাহাকেও কিছু

ছওয়াব দান করিতে পারে না। যথা—তানকী হামিদী, তাম্বেশ খরিয়া, শরেহ হেদায়া ও শামী।

প্রঃ—উহারা যে খাদেজ নিয়তে পড়ে না, তাহা আপনি কি প্রকারে জানিলেন?

উঃ—এ আমার কথা নয়। শামী ৫ম খণ্ড ও তানকী হামিদীতে লিখিত আছে—পূর্বোক্ত ব্যক্তি যদি জানে যে, পড়ানেওয়ালা আমাদিগকে কিছু দিবে না, তবে তাহারা এক হরফও পড়ে না। এতদ্ব্যতীত আরও লিখিয়াছেন যে, কোরআন শরীফকে রোজগারের এক ফন্দি করিয়া তুলিয়াছে।

প্রঃ—পাপের কর্ম্ম করিয়া মজুরী লওয়া যায় কি না?

উঃ—বাপু হে। গুনাহের কার্য্য করাই পাপ, তাহাতে পুনঃ মজুরী লইয়া পাপকার্য করা কি মহাপাপ নহে? ইহা কেন, নফল এবাদৎ করিয়াও মজুরী লইতে পারিবে না। যথা—শরেহ বেকায়া।

প্রঃ—নফল এবাদৎ করিয়া মজুরী লওয়া সিদ্ধ নহে, ইহা কি হাদীস শরীফে লিখিত আছে?

উঃ—পূর্বে যে সকল কেতাবের কথা বলিয়াছি তাহাও হাদীস হইতে সংগৃহীত, হাদীস ছাড়া কি কোন মছলা আছে। হজরতের (দঃ) একজন আছহাব ওবাই বেনে কা'ব (রাঃ) ছিলেন। তিনি একটি ছুরা পড়াইয়া কারীকে একটি ধনুক দিয়াছিলেন। হজরত ঐ ধনুক দেখিয়া বলিলেন, ওহে কাব। তোমাকে খোদাতায়ালা কামানের বদলে দোজখে আজাব করিবে ইহা কি তুমি ভাল জান? কা'ব (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, না। তৎশ্রবনে হজরত (দঃ) ঐ

সূচীপত্র

১। কোন নেককার্য করিয়া কিছু লওয়া জায়েজ কিনা ?

২। মৃত ব্যক্তির রূহের শান্তির জন্য মজুরী দিয়া নেককার্য করাইলে ছওয়াব পাইবে কি না ?

৩। এবাদত করিয়া মজুরী লওয়া জায়েজ আছে কি না ?

৪। মৃত ব্যক্তির অছিয়ৎ মতে ক্বারীকে কিছু দিয়া কোরআন শরীফ পাঠ ও তছবীহ ইত্যাদি পড়ান জায়েজ কিনা ?

৫। মুদ্দৎ ঠিক করিয়া কোরআন শরীফ পাঠের মজুরী লওয়া জায়েজ কি না ?

৬। পঁয়তাল্লিশ দিনার ঠিক করিয়া ছওয়াব রেছানীর জন্য কোরআন শরীফ পাঠ করা জায়েজ কি না ?

৭। ওজরৎকে কেহ হালাল ও কেহ হারাম বলে, এ স্থলে কি হুকুম ?

৮। রোগীকে ঝাড়ফুঁক দিয়া ও তাবিজ লিখিয়া মজুরী লওয়া জায়েজ কি না ?

৯। তেলওয়াৎ ভিন্ন অন্য কোনরূপে মৃত ব্যক্তির উপর ছওয়াব রেছানী করা যায় কি না ?

১০। কোন্ অবস্থায় কোরআন শরীফ, মৌলুদ, তছবীহ পাঠ ও কবর জেয়ারৎ করিয়া মিজাহ লইতে পারে ?

১১। মোরগ জবেহ করা কোন কারণে হালাল ?

১২। ছওয়ালের ফতোয়া

১৩। ছেজদার ফতোয়া

১৪। কামেল পীরের গুনাহ নাই তাহার রদ

১৫। পাক-ভারত ও বাংলাদেশের ওলামাদের স্বাক্ষর

প্রঃ—মৃত আত্মীয় স্বজনদিগের কবর জিয়ারৎ করান অতিশয় নেকের কার্য, বিনা ওজরতে করাইতে পারিলে মৃত ব্যক্তিগণ বহুত ছওয়াব পাইতে পারে কিনা ?

উঃ—হাঁ, উপরোক্ত লোকদিগের কবর জিয়ারৎ করান অতিশয় নেকের কার্য, বিনা ওজরতে (মজুরীতে) করাইলে মৃত ব্যক্তি অসীম ছওয়াব পাইতে পারে।

প্রঃ—যদি কেহ মজুরী লইয়া কিংবা দিয়া কবর জিয়ারৎ করে অথবা কোরআন শরীফ পাঠের মুদ্দৎ ঠিক করিয়া দেয় কি লয় যে, এতদিন এত মাস কোরআন শরীফ পাঠ ও কবর জিয়ারৎ করিব, কি করিবেন ; এই প্রকার চুক্তি করা দুরস্ত আছে কি না ?

উঃ—তুমি তো কিছুই বুঝিতে পার না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি মজুরী লইয়া নেককার্য্য করা বা করান উভয়ই হারাম। যে কাজ মজুরী লইয়া করা হারাম, তাহার মুদ্দৎ বে-মুদ্দতের প্রভেদ কি ? মজুরী সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে কিন্তু জওহারাতুন নাইয়ারা ১ম খণ্ড, শামী ৫ম খণ্ড ও মিছরী ছাপা আলমগীরীর হাশিয়ার যাহাতে বজ্জাজিয়া ও কাজিখানের কথা লিখিত আছে এবং জামেউল আখেরাত প্রভৃতি কেতাবে জায়েজ নাই বলিয়া প্রকাশ আছে। অতএব ইহাই শুদ্ধ ; আলেমগণ এই কথার উপর ফতোয়া দিয়াছেন।

প্রঃ—হুজুর, যাহারা মুদ্দৎ ঠিক করিয়া কোরআন শরীফ পাঠ করে, তাহারা বলে আমরা কোরআন পাঠের মজুরী লই না,

আমাদের যে সময় নষ্ট হয়, তাহার মজুরী লইয়া থাকি, ইহা জায়েজ কি না?

উঃ—জগতে যত রকম কাজের মজুরী লওয়া প্রচলিত আছে, প্রত্যেক প্রকারের কাজেই কিছু না কিছু সময়ের আবশ্যক। বাস্তবিক পক্ষে মজুরীই কার্য্যের, সময়ের মজুরী নহে। তজ্জন্যই কার্য্যের বেশী কম তারতম্যানুযায়ী মজুরীও বেশী কম হইয়া থাকে। যথা—এক মক্তবে দুইজন শিক্ষক, একজনের মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা ও অপরের বেতন ১০৲ টাকা, এ তারতম্য সময় অনুসারে নহে, কার্য্যানুসারে হইল। প্রত্যেক প্রকার মজুরীই ইহকালের স্বার্থের জন্য দিয়া ও লইয়া থাকে। ছওয়াব রেছানী করিবার জন্য মজুরী লওয়া জায়েজ নহে। তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির জন্যও তেলাওয়াৎ করিয়া মজুরী লওয়া জায়েজ হইত। বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে বাজে লোকগণ নৌকার মাঝিগিরী, মাটিকাটা, ঘর বান্ধা কাজের সহিত তুলনা করিয়া কোরআন শরীফ পাঠের সময়ের মজুরী লয়, ইহাতে পাপ বই পূণ্য নাই। অতএব মনে রাখিও, খোদার কালাম ছওয়াব রেছানীর জন্য মালের লোভে পাঠ করা সিদ্ধ নহে। যথা—তফছিরে আজিজী।

প্রশ্ন—কোরআন শরীফের অলাতাশতারু বেআইয়াতি এই আয়াতের মর্ম্মে কতক আলেমগণ কোরআন শরীফ খতমের মজুরী স্বরূপ ৪৫ দিনার ঠিক করিয়া নিয়াছেন, ইহা ঠিক কিনা?

উঃ—না ; উক্ত আয়াতের মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, আমার আয়াতকে কেহ কম মূল্যে বিক্রয় করিও না। মূল্য সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। তবে বাজে কারীগণ পঁয়তাল্লিশ দিনার কোথায় পাইল জানি না ; বোধ হয় এটা তাহাদের ভুল।

প্রশ্ন—কম মূল্যে বিক্রয় করিও না, এই কথা সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

উঃ—পবিত্র কোরআন মজিদে খোদাতায়ালা ছুরা নেছায় বলিয়াছেন, কুল মাতাউদ্দুন্‌ইয়া কালীল। এই আয়াতের মর্ম্ম এই যে, বল হে মোহাম্মদ (দঃ) পৃথিবীতে যত ধন-সম্পত্তি আছে, "আমার কালাম অপেক্ষা কম।" এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, পৃথিবীর ধন-সম্পত্তির পরিবর্ত্তে কোরআন শরীফের আয়াত বিক্রয় করা যায় না, কাজেই পঁয়তাল্লিশ দিনার আয়াতের বহু মূল্য কিরূপে হইবে ? কিছুতেই হইতে পারে না। ইহা তাঁহাদের বিষম ভুল।

প্রশ্ন—তবে কি জন্য উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিতে মর্জ্জি হয়।

উঃ—উক্ত আয়াত ইয়াহুদী আলেমগণের শানে অবতীর্ণ হইয়াছে, কারণ তাহারা তাওরাতের মধ্যে যে যে স্থানে হজরত নবী করীম (দঃ) এর প্রশংসা লিখিত ছিল, তাহা বদল করিয়া তৎস্থানে স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রশংসা ভরিয়া স্বজাতীয় লোকদিগকে

মজুক কারীকে ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন ; আরও বলিয়াছিলেন যে, কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া তাহার পরিবর্তে কিছু গ্রহণ করিলে হাশরে তাহার গালের গোশত থাকিবে না। যথা—গাবজুত ও মেশকাতুল মাছাবিহ।

প্রশ্ন—এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, নেকের কাজ করিয়া মজুরী লওয়া জায়েজ নহে, কিন্তু যদি কেহ মৃত্যু সময় অছিয়ৎ করে যে, আমার জন্য কোরআন শরীফ পাঠ ও তছবিহ ও তাহলীল ইত্যাদি নেককার্য্য করাইয়া কারীগণকে কিছু দিবে ও খেলাইবে ; এমতাবস্থায় কিছু দেওয়া, লওয়া ও খাওয়া জায়েজ আছে কিনা ?

উঃ—না, জায়েজ নাই। কেননা তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কিছু দিয়া নেককার্য্য করান হারাম, অছিয়ৎ করুক বা না করুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। হারাম কার্য্য করিবার জন্য অছিয়ৎ করিলে সে অছিয়ত বাতেল। অছিলাতে আহমদিয়া ফী শরেহ তরিকার মোহাম্মাদিয়া, শামী, তাতারখানী, বজ্জাজিয়া ও মিয়াতে মছায়েল প্রভৃতি কেতাবের মর্ম্মে জানা যায় যে, তোমার কথিত মতে অছিয়ৎ অনুযায়ী কারীগণের খাওয়া ও কিছু লেনা-দেনা উভয়ই হারাম হইবে ও কারীগণ এরূপ অছিয়ৎ মতে কোরআন শরীফ, তছবিহ ইত্যাদি পাঠ করিলে গোনাহগার হইবে, কারণ মালের লালচে পাঠ করিল। এতদ্ব্যতীত উলুলজিয়া কেতাবে লিখিয়াছে যে, এওযে খয়রাত দিলেও মজুরীর মোশাব্বাহ (অনুকরণ) হ বলিয়া তাহাও বেদাতে মকরুহ অর্থাৎ হারাম।

লিখিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ওলামাগণের কেতাব যেমন—হেদায়া, মবছুত ইত্যাদিতেও নাজায়েজ (হারাম) বলিয়া লিখিয়াছেন। যদিও কোন কেতাবে হালাল বলিয়া লিখিয়া থাকে, তবে তাহা অশুদ্ধ।

প্রশ্ন—বর্ত্তমান জমানার যত অলি লোক গত হইয়া গিয়াছেন, ওজরৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের কি মত ছিল?

উঃ—ওজরৎ নাজায়েজ (হারাম) বলিয়া গিয়াছেন, এবং আপন আপন হস্তে লিখিত কেতাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যথা—জাদুল আখেরাত ১৮৬ পৃষ্ঠায় যাহার তর্জ্জমা উর্দু মাছায়েলে মাওজা, এই কেতাব কানপুর আহমদী প্রেসে মুদ্রিত। মাছায়েলে আরবাইনের ১১৮ পৃষ্ঠায় ও হজরত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী ছাহেবের দাদাপীর হজরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী ছাহেবের তফছির ফতহোল আজিজের ২৯১ পৃষ্ঠায় নাজায়েজের প্রমাণ আছে, (বোম্বাই ফতহুল করিম প্রেসে মুদ্রিত।) শওকাতুল ইসলাম প্রেসে মুদ্রিত হজরত মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবী ছাহেবের মজমুউল ফতোয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪২ পৃষ্ঠায় ও হজরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী ছাহেবের এছলাহোর রছুমের ১[illegible] পৃষ্ঠায়, কানপুর মোহাম্মদী প্রেসে মুদ্রিত রেফাহুল মোছলে[illegible] ৮[illegible] পৃষ্ঠায় নাজায়েজ (হারাম) লিখিয়াছেন। উক্ত [illegible] মোছলে-মিনে ইহাও লিখিয়াছেন যে, খতম [illegible] কিছু

দিলে তাহাও ওজরতে ন্যায় হইবে। যাহার কথা উপরে বর্ণি হইয়াছে। এই কেতাব দিল্লীর মুজতবাই প্রেসে মুদ্রিত। এতদ্ভি খাদিমী, অছিলাতে আহমদিয়া ও জরিয়তে ছায়মাদিয়া কি গরে তরিকায় মোহাম্মদিয়া উভয়ের প্রথম খণ্ডে হাদীস শরীফ হইতে লিখিয়াছেন যে, কেয়ামত নিকটবর্ত্তী হইলে লোক কোরআ শরীফকে মেকছাব (রুজির পন্থা) করিয়া লইবে। এখন দেখ এত বড় বড় কেতাবে নিষেধ থাকা সত্বেও যাহারা স্বার্থের বশীভূ হইয়া এত বড় বড় আলেমগণের মতের বিরুদ্ধে ওজরৎ লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা সম্ভবপর নহে। সাবধান! ছলনা চাতুরী করিয়া ওজরতকে জায়েজ রাখিয়া পরম কারুণিক খোদাতায়ালার নিকট লজ্জিত হইও না ; আল্লাহ্ পানা দেয়।

প্রশ্ন—যদি কোরআন শরীফ দ্বারা রুজি করা কেয়ামতে এক আলামত হয় তবে আপনার পূর্বোক্ত মতে কোরআন শরীফ ও ফেকাহ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া পারিশ্রমিক লওয়া কিরূপে শুদ্ধ হইতে পারে ? কেননা, ইহাও তো রুজির এক পন্থা হইল তাহা বিস্তৃত বুঝাইয়া দিতে মর্জ্জি হয়।

উঃ—হাঁ। কোরআন শরীফ শিক্ষা ও তেলাওয়াত ইত্যাদি করিয়া পারিশ্রমিক লওয়া কেয়ামতের এক আলামত বটে, কিন্তু কোরআন শরীফ ও ফেকাহ ইত্যাদি শিক্ষা অতিশয় আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে পারিশ্রমিক ব্যতীত শিক্ষা দান কার্য্য হয় না বলিয়া মোতাওখখেরীন অর্থাৎ—পরবর্ত্তী যুগের ওলামাগণ এই

গুজর দর্শাইয়া জায়েজ রাখিয়াছেন যে, অছুলের বিধান এই যে, শরয়ী আবশ্যক কোন কোন সময়ে গুনাহের কার্য মোবাহ হয় অর্থাৎ শুদ্ধ হয়, যথা—ক্ষুধায় প্রাণ বিনাশের আশংকায় প্রাণ বাঁচিবার পরিমাণ হারাম খাওয়া বিধি আছে। এখানেও তদ্রুপ পারিশ্রমিক না লইলে দীনি জরুরাতের কার্য্য লোপ হইবার আশংকায় জায়েজ রাখিয়াছেন। যথা—নোররুল মোখ-তার ও কাজু ইত্যাদি কেতাবে বিস্তৃত লিখা আছে কিন্তু কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা মোস্তাহাব, অর্থাৎ করিলে পুণ্য আছে, না করিলে গুনাহ নাই। বিশেষ জরুরী কার্য্য নহে। কাজেই মজুরী লওয়া হারাম। তেলাওয়াত করিয়া পারিশ্রমিক লওয়া ও দেওয়ার মধ্যে শরীয়তের ক্ষতিজনক কোন শরয়ী আবশ্যক নাই। তজ্জন্য তেলাওয়াত করিয়া পারিশ্রমিক লওয়া ও দেওয়া উভয় অশুদ্ধ (হারাম) যথা—ফেক্কাহ দেখ।

প্রশ্ন—রোগীর ঝাড় ফুক ও তাবিজাদি লিখিয়া দিয়া দাওয়া স্বরূপ মজুরী লওয়াও কি অশুদ্ধ ?

উঃ—সিদ্ধ আছে ; যথা—শামী পঞ্চম খণ্ড।

প্রশ্ন—যদি রোগ যন্ত্রণা নিবারনার্থে কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা তাবিজাদি লিখিয়া ঝাড় ফুঁক দিয়া মজুরী লওয়া সিদ্ধ হইতে পারে, তবে মৃত ব্যক্তির পাপরূপ রোগের আজাব মুক্তির জন্য তেলাওয়াত ইত্যাদি দ্বারা ছওয়াব রেছানী করিয়া মজুরী লওয়া যাইবে না কেন ?

শুনাইয়া বেতন ও বখশিশ লইত। ইহা নিষেধ করার জন্য খোদাতায়ালা ঐ আয়াত অবতীর্ণ করেন। যথা—তফছিরে খাজেন, ছেরাজুমুনির, জালালাইন ও রুহুল বয়ান। এতদ্ভিন্ন শামী কেতাবের ৫ম খণ্ডেও লিখিত আছে যে, যদি কোন কেতাবে উক্ত পরতাক্রিশ দিনার জায়েজ বলিয়া লিখিয়া থাকেন তাহা বাতেল (অশুদ্ধ); ইহাতে আমাদের মজহাবের ওলামাগণ একমত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—আপনি ওজরৎ লওয়া হারাম বলিলেন; আবার কেহ কেহ হালাল বলিয়া থাকেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, বড়ই গোলমালে পড়িয়াছি।

উঃ—এই সকল কথা বুঝিয়া লইতে কিঞ্চিৎ এলেমের দরকার তবে শুন—অছুলের বিধান, এই যে, দুনিয়ার কোন কার্য্যে যদি হালাল ও হারাম উভয় প্রকারের দলিল পাওয়া যায় তবে নিজের মত অবলম্বন না করিয়া হারাম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যথা—আশবাহ অন্নাজায়ের এবং আরও কোন বিশেষ প্রমাণ আছে।

প্রশ্ন—বিশেষ প্রমাণ কি বলিতে মর্জি হয়।

উঃ—শামী কেতাবে প্রথম খণ্ডে লিখিত আছে যে ফেকার কেতাব সাত তবকায় বিভক্ত; তন্মধ্যে ষষ্ঠ তবকার কেতাব দোররুল-মোখতার, শরেহ বেকায়া, কাঞ্জ ইত্যাদিতে কোন অশুদ্ধ বিধি লিপিবদ্ধ করেন নাই; উল্লেখিত কেতাব সমূহে পার্থিব স্বার্থশূন্য নেক কাজের ওজরৎ নাজায়েজ অর্থাৎ হারাম বলিয়া

কোন্ অবস্থায় কোরআন শরীফ, তছবিহ পাঠ ও কবর জেয়ারৎ করিয়া মিন্নাহ লইতে পারে ?

প্রশ্ন—মজুরী দিলে কিম্বা কিছু না দিলেও যাহারা নেককার্য্য করিয়া থাকে, এইরূপ লোক পাইলে নেককার্য্য করাইয়া তাহাদিগকে কিছু মিন্নাহ দেওয়া যাইবে কি না ?

উত্তর—তোমার কথিত মতে দলিলানুসারে ঐরূপ লোকদিগকে খয়রাত বাবদ কিছু দিতে পারিবে। কিন্তু কারী ওজরতের নিয়তে লইলে গুণাহগার হইয়া দোজখে যাইতে পারে। আল্লাহ তায়ালা পানাহ দেয়। যথা—তফছিরে ফৎহোল আজিজ।

প্রশ্ন—আল্লার ওয়াস্তের লোক না পাইলে কি করিব, বুঝাইয়া দিতে মর্জ্জি হয়।

উত্তর—তোমাকে আর কত বলিব। বিনা স্বার্থের ও খোদার তরফের লোক পাইলে পড়াও, না পাইলে নিজে পড়িতে পারিলে পড়িয়া মৃত ব্যক্তিদের রূহের উপরে ছওয়াব রেছানী কর অর্থাৎ বখ্শিয়া দেও এবং দীন দরিদ্র, এতীম বালক-বালিকাদিগকে ও আলেম-ফাজেলদিগকে খয়রাত দাও, অসীম পুণ্য প্রাপ্ত হইবে; যথা—জাদোল আখেরাত ও অন্যান্য মোতেবর কেতাবেও এরূপ লিখা আছে।

প্রশ্ন—আপনার মুখে মুরগীর মছয়ালা শুনিয়া একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুল হইয়াছে। আলেম ফাজেল অতিথি, মেহমান বাড়ীতে আসিলে পুণ্যের মানসে আল্লার

উঃ—ঐরূপ তুলনা করা বিপরীত জানিবা, কারণ রোগীর নিকটে যে প্রকার বসিয়া ঝাড় ফুঁক দেওয়া যায় ও তদ্বাদি হাতে গলায় বান্ধিয়া দেওয়া হয়, তদ্রূপ কোন ব্যক্তি কবরে যাইয়া ঝাড় ফুঁক তাবিজাদি দেন না। কি প্রকারে তুলনা করা সিদ্ধ হইবে। দেখ বৎস! ভুত বিপরীত। রোগীর জাহীর করার মধ্যে খালেছ দেলের আবশ্যক করে না। মৃত ব্যক্তির জহীর করায় খালেছ দেলের আবশ্যক। অতএব পার্থিব কিছু প্রাপ্তির আশা করিলে কোনই পূণ্য হইবে না।

প্রশ্ন—ছওয়াব রেছানী করিতে খালেছ দেলের আবশ্যক, তাহা কি কোন দলিলের কথা না মৌখিক?

উঃ—এইরূপ প্রশ্নের উত্তর ও প্রমাণ তো তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন আরও কিছু প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ রাখিও। যথা—আইনি শরেহ, হেদায়া, শামী ৭ম খণ্ড, অছিয়াতোল আহমদিয়া ও জারিয়াতে হরমাদিয়া কি শরহে তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া ইত্যাদি কেতাবে প্রমাণ আছে যে, মালের আশ্বাসে পড়িলে কারীর কোনই ছওয়াব হইবে না। কি প্রকারে কারী ছাহেব মুরদাকে কিছু বখশিশ করিবেন? এইরূপ তেলাওয়াত করা নিষেধ। হজরত মাওলানা শাহ কেরামত আলী ছাহেবের দাদা পীর হজরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রহঃ) তফছির আজিজির মধ্যে লিখিয়াছেন, মালের আশায় তেলাওয়াত করিলে দোজখে যাওয়ার আশংকা আছে। যে কাজের মধ্যে পাপের আশংকা থাকে, সে কাজ করিয়া কি মুরদাকে কিছু ছওয়াব পৌছাইতে পারে? না, কিছুতেই পারে না।

প্রশ্ন—তেলাওয়াতের কার্য ভিন্ন অন্য কোনরূপে মৃত ব্যক্তির উপর ছওয়াব পৌছান যায় কিনা ?

উঃ—কেন যাবে না ? পৌছান যাইবে। হজরত মাওলানা কেরামত আলী ছাহেব তাঁহার "হকোল একিন" কেতাবে লিখিয়াছেন, হালাল মাল দ্বারা লোকের কর্জ শোধ করিয়া নেংটার কাপড়, ঘর হীনের ঘর, বিছানা বিহীনের বিছানা দান করিয়া মৃত ব্যক্তিকে ছওয়াব পৌছান যায়। অন্যান্য কেতাবেও লিখিত আছে, ছদকায়ে জারিয়া যেমন তাঙ্গেবে-এলেমের সাহায্য, মাদ্রাসা, মসজিদ, পোল, রাস্তা ও হাদি (ধর্মপ্রচারক) লোকের সাহায্য বা আলেম ফাজেলগণকে দীনি মাছায়েলের কেতাব খরিদ করিয়া দিয়া সেই ছওয়াব মৃত ব্যক্তির রুহের উপর পৌছাইলে, ইনশাআল্লাহ নাজাত পাইতে পারে।

প্রশ্ন—যদি এক ব্যক্তির লিখিত দুই কেতাবে একই মাছয়ালা দুই ভাবে প্রকাশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কোন মাছয়ালা আমল করিব।

উঃ—তোমার কথিত মতে যদি কোন স্থানে এরূপ দ্বিভাবের মাছয়ালা পাওয়া যায়, তবে যাহাতে উভয় মাছলার ভাব বজায় থাকে তৎপ্রতি চেষ্টিত হও, যদি তাহা না হয় তবে যে মাছয়ালা হাদীস এবং মোতেবর কেতাবের মোতাবেক, তাহা ছাড়া অন্য ভাবের মাছয়ালা ত্যাগ করিবে। যেমন আরবী শরে বেকায়া ইত্যাদি কেতাবের দিবাচার মধ্যে আছে যে, ইমাম আজম ছাহেব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—"আমার বর্ণিত মাছয়ালা সমূহের

কোনটি কোরআন হাদীছ ও এজমার সঙ্গে ঐক্য না হইলে তোমা
আমল করিও না। ছাড়িয়া দেও।"

প্রঃ—কোরআন শরীফ, মৌলুদ শরীফ, তক্বীর, তাহলীল—
জানাজা পড়া এবং কবর জেয়ারত ইত্যাদি কার্য্য মালের বদলে
করা যাইবে কিনা?

উঃ—উপরের কথা কি স্মরণ নাই? পুণ্যের জন্য কার্য্য করিলে
পুণ্য পাইবে, মালের জন্য করিলে মাল পাইবে। হজরত (দঃ
বলিয়াছেন—আমলের (কাজের) নিয়তের গুণে ফল পাইবে।
আল্লাহ তায়ালা জাহেরা দেখেন না। তবেই দেখ, খালেছ নিয়তে
আবশ্যক। যথা—মুরগীর মছলা।

প্রশ্ন—মুরগীর মাছয়ালা কি তাহা বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা
হয়।

উঃ—তবে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। কোন বড় লোক বাড়ী
আসিলে মুরগী কি বকরী ইত্যাদি জবেহ না করিলে মন্দ বলি
কি রুষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় তাহাদের তাজিমের জন্য বিছমিল্লা
বলিয়া জবেহ করিলেও তাহা হারাম হইবে। যথা—শামী
আলমগীরী উভয়ের পঞ্চম খণ্ড। তবে দেখ, নেকী কি
নিয়তানুসারে হইয়া থাকে। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে
খোদাতায়ালা লোকের অন্তকরণ দেখিয়া থাকেন।

ছেজদার ফতোয়া

প্রশ্ন—আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ছেজদা করিলে কাফের হইবে কি না ?

উঃ—হাঁ, কাফের হইবে, কিন্তু আল্লাহর হুকুমে হজরত আদম আলাইহেচ্ছালামকে ফেরেশতাগণ যে ছেজদা করিয়াছিল, তাহার মধ্যে তিন প্রকার মতভেদ আছে। সেই তিন প্রকার এই, প্রথম প্রকার—ফেরেশতাগণ হজরত আদম (আঃ) কে যে ছেজদা করিয়াছিল, ইহা উপলক্ষ্য মাত্র, কেননা কেবলার ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া ছেজদা করিয়াছিল তাঁহার বোজুর্গী প্রকাশের জন্য, বাস্তবিকপক্ষে ঐ ছেজদা খোদাকে করিয়াছিল। যথা—তফছিরে ছেরাজুম্মুনির ও তফছিরে আবু দাউদ। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে এন্‌ছেনা অর্থাৎ রুকুর ন্যায় পিঠ কোবরা করিয়া ফেরেশতাগণ হজরত আদম (আঃ)কে যে ছেজদা করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে ঐ ছেজদা ছালামের পরিবর্তে। যথা—জালালাইন ছেরাজুম্মুনির। তৃতীয় প্রকার—ফেরেশতাগণ ঐ ছেজদা জমিনে মাথা রাখিয়া হজরত আদম (আঃ)কে করিয়াছিল ইহাকে ছেজদায়ে-তাহিয়া বলে।

প্রশ্ন—ছেজদায়ে-তাহিয়া অর্থ কি ?

উত্তর—ছালামের পরিবর্তে যে ছেজদা করে তাহাকেই তাহিয়া বলে।

প্রশ্ন—প্রাচীনকালে ছেজদায়ে-তাহিয়া জায়েজ ছিল। এখন এ সম্বন্ধে কি আদেশ তাহা বুঝাইয়া দেন।

ওয়াস্তে বিছমিল্লাহ বলিয়া যে মুরগী কি বকরী ইত্যাদি জবেহ করে থাকে, তাহাও কি হারাম হইবে?

উঃ—দরুজ্জাজিয়া, শামী ও আলমগিরী কেতাবের মর্মানুযায়ী জানা যায় যে, ঐরূপ পূণ্যের মানসে জবেহ করিলে পূণ্য পাইবে; হারাম হইবে না; ইহাতে আলেম ফাজেল, অতিথি, মেহমান, আমীর, গরীব, মিছকীন ইত্যাদি সমস্তই সমতুল্য।

ছওয়ালের ফতোয়া

প্রশ্ন—ছওয়াল করা জায়েজ কিনা?

উঃ—না, হারাম; তবে শরয়ী আবশ্যক হইলে ছওয়াল করার বিধান আছে। যথা—আলমগীরী।

প্রশ্ন—শরয়ী ওজর ব্যতীত ছওয়াল করিলে কি হইবে?

উঃ—হাশরের দিন তাহার গালের গোশত থাকিবে না। যথা—নেছাই শরীফে বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন—ছুরা ওয়াদ্দোহার মধ্যে খোদাতায়ালা ওয়াম্মাচ্ছায়েলা ফালা—তানহার আদেশ করিয়াছেন; ইহার সারমর্ম কি?

উঃ—ছায়েল ভিক্ষুককে বঞ্চিত করিবেন না, তাফসির দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ফকির ছায়েলকে বঞ্চিত করিবে না। যথা—তাফসির জালালাইন।

প্রশ্ন—কিরূপ ছায়েলকে খয়রাত (ভিক্ষা) দিতে হইবে ভাল বুঝাইয়া দিতে মর্জি হয়?

উঃ—যাহার একদিনের খোরাকী জমা নাই তাহার পক্ষে ছওয়াল করার বিধান আছে। ইহাকেই শরয়ী আবশ্যক বলে। একদিনের খোরাকী জমা থাকিলে তাহার জন্য ছওয়াল করা হারাম। যথা—আলমগীরী পঞ্চম খণ্ড, এখতেয়ার শরেহ্ মোখতার ও মাজালেছুল আবরার ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন কোন কোন মাশায়েখ ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহার দিনের খোরাকী নাই কিন্তু কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার পক্ষেও ছওয়াল করা হারাম। যথা—রেছালায় আরকান।

প্রশ্ন—যাহার জন্য ছওয়াল করা হারাম, সে ব্যক্তি ছওয়াল করিয়া মাল জমা করিলে সে মাল হালাল হইবে কিনা?

উঃ—না, ঐরূপ ব্যক্তির ছওয়ালের মাল হালাল হইতে পারে না, অর্থাৎ—যে পেশা হারাম, তদ্দ্বারা উপার্জন করা মালও হারাম। যথা—আলমগীরী পঞ্চম খণ্ড।

প্রশ্ন—দীন দুঃখী কি প্রকারে চিনিব? এই জমানার প্রায় লোক ভিক্ষাকে এক প্রকার ব্যবসা ঠিক করিয়া স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে, উহার পৌণে ষোল আনী লোকই শররী আবশ্যক ব্যতীত খয়রাত করে।

উঃ—দরিদ্রের প্রকাশ্য আলামত ছেঁড়া, টুটা-ফাটা কাপড় ইত্যাদি দেখিয়া চিনিয়া লইবে। দরিদ্র কি না তাহা জানিতে সন্দেহ হইলে দরিদ্র জ্ঞান করিয়া তাহার ছওয়ালে কিছু দিয়া

বিদায় করিয়া দিবে ; নচেৎ বখিলের মধ্যে গণ্য হইবে। মাজালেছুল আবরার।

প্রশ্ন—ওয়াজ নছিহৎকারী ওলামাগণকে ওয়াজের স্থানে কেহ কিছু লিল্লাহ দিলে তাহা লওয়া সিদ্ধ কি না ?

উঃ—স্থান বিশেষের কোন প্রভেদ নাই। ইমাম, ওয়ায়েজীন, আলেম ফাজেলকে কেহ কিছু লিল্লাহ দিলে তাহা লওয়া সিদ্ধ। যথা—দোররুল মোখতার ৩য় খণ্ড। লিল্লাহ আমীর, গরীব, মিছকীন সমস্তের জন্যই গ্রহণ করা সিদ্ধ।

প্রশ্ন—লিল্লাহের মাল হারাম বলিয়া সন্দেহ হইলে কি হইবে ?

উঃ—ফেরৎ দিলে বহুত পূণ্য আছে, যথা—এক ১ এবং কোন রেওয়ায়েতে বলিয়াছেন ছয় লক্ষের পূন্য পাইবে। এহিয়াউল উলুম।

প্রশ্ন—কাজী (বিচারক) কোন পক্ষ হইতে কিছু মজুরী করিতে পারে কি না ?

উঃ—না, হারাম ; যথা—দোররুল মোখতার ৬ষ্ঠ খণ্ড।

প্রশ্ন—ফতোয়া, ফরায়েজ, তাবিজ ও বিচারকের হুকুম লিখিয়া পারিশ্রমিক লওয়া সিদ্ধ কি না ?

উঃ—হাঁ, সিদ্ধ অর্থাৎ—হালাল ; যথা—দোররুল মোখতার খণ্ড, শামী ৫ম খণ্ড। কিন্তু কেহ কোন মাছয়ালা জিজ্ঞাসা মৌখিক উত্তর দেওয়া ওয়াজেব ; তাহার কোন পারিশ্রমিক নহে। যথা—শামী ৪র্থ খণ্ড।

ইত্যাদিতে ইহার প্রকাশ্য প্রমাণ মৌজুদ আছে। ঐরূপ ধারণা নিশ্চয়ই মোশরেক হইবে। যথা—মিয়াতে মাছায়েল ও তফসিরে মজহুল করীম।

প্রশ্ন—আরও একটি কথা শুনি, সেই কামেল পীর কোন গোনাহ করিলে নাকি তাহার গোনাহ হয় না। তাহারা বলে খোদাও পাক, কামেল পীরও পাক, তাহাদের আর গুনাহ কি? গুনাহ হইলে আল্লাহ তায়ালার পাক ছেফাত থাকে না, কেননা পাকে পাক মিশিয়া গেল। এই কথাটির সার তত্ত্ব কি?

উঃ—তোমার কি স্মরণ থাকে না, পূর্বেই বলিয়াছি, সৃষ্ট বস্তু কেহই কোন প্রকারে খোদাতায়ালার সহিত মিশিতে পারে না। তবে কি প্রকারে কামেল পীর খোদার পাক ছেফাতে মিশিল। কিছুতেই না। এমত স্থলে কামেল পীর গুনাহের কাজ করিলে খোদার পাক ছেফাতের ক্ষতি কি? এ প্রকার ধারণা কোন পীরে করুক, কি সাধারণে করুক, মোশরেক হইবে। যথা—মিয়াতে মাছেল গং।

প্রশ্ন—মোশরেককে কাফের বলা যায় কি না?

উঃ—হাঁ, মোশরেককে কাফের বলা যায়। যথা মিয়াতে মাছায়েল ও মেশকাত শরীফের শরাহ হজরত মাওলানা শাহ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী, হাশিয়ায়ে মোল্লা ইছমত এবং শরেহ আকায়েদের হাশিয়ায় খেয়ালিয়ার মধ্যে মোশরেককে কাফের বলিয়াছেন। কোরআন শরীফেও আরববাসী মোশরেককে আল্লাহ তায়ালা কাফের বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই সকল

উত্তর—ছাহ্‌মা (রাঃ) হজরত রছুলে করীম (ছঃ) কে ছেজদা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। হজরত বলিলেন, না; সাবধান! একজনে অন্যজনকে ছেজদা করিও না। আরও বলিয়াছেন, যদি ছেজদা দেওয়া জায়েজ হইত, তবে স্ত্রীলোককে হুকুম করিতাম যে, স্বামীকে ছেজদা কর। এই প্রমাণ অনুযায়ী এবং কোরআন শরীফের ছুরায়ে ছেজদার আয়াত দ্বারা ও তফসিরে রুহুল বয়ান ও তফসিরে মাদারেকের অনুবলে ছেজদা নিষেধ। এতদ্ভিন্ন শামী ৫ম খণ্ড ও দিরাতে মাছায়েল দেখ।

প্রশ্ন—ছেজদা যে নিষেধ তাহা বেশ বুঝিলাম, কিন্তু করিলে কি হইবে ?

উঃ—হারাম হইবে। ইহাকে কেতাই হারাম বলে। যথা—রুওজাতোল ওলামা ও হেদায়া।

প্রশ্ন—এই ছেজদা করনেওয়ালা মোশরেক হইবে কি না ?

উঃ—হাঁ, মোশরেক হইবে। কেননা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ছেজদা করা হইল, যথা—রওজাতোল জামিল। বরং ইহাও জানিয়া লও, একে অন্যের সামনে ছেজদা করিলে কাফের হইবে। যথা—জাহিরিয়া, শামী ৫ম খণ্ড, মবছুত ও নেছাবোল এহতেছাব।

প্রশ্ন—অতি প্রাচীনকালে ছালামের পরিবর্ত্তে ছেজদায়ে তাহিয় ছিল, বর্ত্তমান সময়ও কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ছেজদা দ্বারা ছালাম করা যদি সিদ্ধ না হয়, তবে দাঁড়াইয়া ছালাম করা সিদ্ধ হইবে না কেননা উভয়ই নামাজে ফরজ। এই কথার বিশেষ প্রমাণ দিয়া বুঝাইয়া দিতে মর্জি হয়।

উঃ—হাঁ, ছেজদা ও দাঁড়ান উভয়ই নামাজে ফরজ বটে, কিন্তু খালি ছেজদায় এবাদত হয়। যেমন কারী ছেজদা তেলাওয়াত করেন, তাহার মধ্যে দাঁড়ানোর কোন শর্ত নাই; খালি দাঁড়ান কোন এবাদতের মধ্যে গণ্য নহে। এই জন্য দাঁড়াইয়া ছালাম করিলে কাফের হইবে না, ছেজদা দিয়া ছালাম করিলে কাফের হইবে। যথা—শামী ১ম খণ্ড।

প্রশ্ন—এনহেনায় কি হুকুম স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন।

উঃ—এনহেনা অর্থাৎ রুকুর ন্যায় কেহর সম্মুখে তাজিমের জন্য মাথা হেট করিলে হারাম হইবে। যথা—ছেরাজুম্মুনির, হেমাদী ও জাহেদী। আরও জানা চাই, ছালামের সময় পিঠকে কোবরা করা মকরুহ তাহরীম। ইহুদীর কার্য্যের অনুকরণ হয়। যথা—তফসিরে রুহুল বয়ান ও কেতাব দোরার। এমনকি নামাজের মধ্যে যেরূপ দাঁড়াইতে হয়, লোকের সামনেও সেইরূপ সম্মানের সহিত দাঁড়ান সিদ্ধ নহে। যথা—আইনুল এলম।

প্রশ্ন—স্ত্রীলোকেরা যে পিঠ কুব্জা করিয়া অর্থাৎ—রুকুর ন্যায় ঝুঁকিয়া মুরব্বিগণকে তাজিমের জন্য ছালাম করিয়া থাকে তাহা শুদ্ধ কি না?

উঃ—না, হারাম; যদিও রুহুল বয়ানে মকরূহ তাহরীম লিখিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ প্রকার মকরূহ তাহরীমকে ইমাম আজম ছাহেবের একজন প্রধান শিষ্য ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) হারাম বলিয়াছেন। যথা—আলমগীরী। এতদ্ভিন্ন শামী

কেতাবের ৫ম খণ্ডে জাহেরী কেতাব হইতে আনিয়াছে জামেউর-রমুজ ৩য় খণ্ডে লিখিয়াছেন. ঐ প্রকার ছালামে উ হইবে।

প্রশ্ন—স্ত্রীলোক কি প্রকারে ছালাম করিবে? স্ত্রী ও পুর ছালামের প্রভেদ আছে কি না?

উত্তর—ঝুকিয়া ছালাম করার বিষয় পূর্ব্বেই শুনিয়াছ। পুরুষ অন্য পুরুষকে যে প্রকার আচ্ছালামু আলাইকুম স্ত্রীলোকেরাও তদ্রূপ ছালাম বলিবে, যেন মোহরেম ব্য অন্য কেহ না শুনে। স্ত্রী হউক আর পুরুষই হউক, মুখে কিছু বলিয়া খালি হাত উঠাইয়া ছালাম করা বেদআৎ। (আইনুল

কামেল পীরের গুনাহ নাই তাহার রদ

প্রশ্ন—সাধারণের নিকট শুনি কামেল পীর নাকি আ তায়ালার খাছ ছেফাতের অর্থাৎ কুদ্দছির সহিত মিশিয়া যা এরূপ ধারণায় কি হইবে?

উঃ—কি অসম্ভব কথা। কামেল পীর কেন? তায়ালার মখলুকাত (সৃষ্টি) কেহই তাহার সহিত ও তা পাক ছেফাতের যেমন কুদ্দছির ছেফাত ইত্যাদির সহিত মি না ও এক সমকক্ষও হইতে পারিবে না, যথা—ছুরায়ে শু আয়াত; ছুরায়ে এখলাছ ও তফসিরে রুহুল বয়ান ইত্যা

৪৩। মৌলবী আজিজুল্লাহ ছাহেব, নোয়াখালী।

৪৪। মৌলবী আবেদ আলী ছাহেব, যশোহর।

৪৫। মৌলবী শাহির উদ্দীন ছাহেব।

৪৬। „ আবদুল কাদের ছাহেব, নোয়াখালী।

৪৭। „ আবদুল মজিদ ছাহেব, নান্দুহার, বাকেরগঞ্জ।

৪৮। „ মোহাম্মদ ইদ্রিছ ছাহেব, নোয়াখালী।

৪৯। „ ফখিরুদ্দীন সাহেব, নদীয়া।

৫০। „ আহমদ হোসেন সাহেব, সন্দীপ।

৫১। „ মোহাম্মদ আবদুল করিম সাহেব, নোয়াখালী।

৫২। „ রফিউদ্দিন সাহেব।

৫৩। „ কাছেম সাহেব।

৫৪। „ দীন মোহাম্মদ সাহেব, খুলনা।

৫৫। „ সেরাজুদ্দিন আহমদ সাহেব।

৫৬। „ আবদুল করিম সাহেব, নোয়াখালী।

৫৭। „ মাওলানা মাহমুদুল্লাহ সাহেব, রায়পুরী।

৫৮। „ মোহাম্মদ ইদ্রিছ সাহেব, বাকেরগঞ্জ।

৫৯। „ আবদুল করিম সাহেব, মোদাররেছ চাম্পাতলা খুলনা।

৬০। „ শাহ আবদুর রহমান সাহেব, ছিকরী আঞ্জুমানে হিন্দিকীয়া, ঝিনাইদহ, যশোহর।

৬১। „ তোফায়েল আহমদ সাহেব, নোয়াখালী।

৬২। আবদুল জব্বার সাহেব, শাশপুর, চব্বিশ পরগণা।

মাছয়ালা বিস্তারিতভাবে জানিতে চাহিলে হজরত পীর ছা... উর্দ্দু কওলুচ্ছাদীদ কেতাব দেখুন।

এই ফতোয়ায় দস্তখতকারী পাক-ভারত ও বাংলাদেশী ওলামাগণের নাম ধাম।

১। মরহুম হজরত মাওলানা শাহ ছুফী হাজী মো... আবুবক্কর ছিদ্দিকী ছাহেব, ফুরফুরা শরীফ।

২। মাওলানা আহমদ আলী ছাহেব ১ম মোদাররেছ, ঐ

৩। মৌলবী মোহাম্মদ মণির ছাহেব, ৫ম মোদাররেছ, ঐ

৪। মৌলবী মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ ছাহেব, মোদাররেছ, ঐ

৫। মৌলবী ছৈয়দ আহমদ ছাহেব, ৩য় মোদাররেছ, ঐ

৬। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ছাহেব, ১ম মোদাররেছ, সীতাপুর।

৭। মাওলানা আবুল খায়ের বেন্নে মাওলানা আবদুল ক... ছাহেব, (মরহুম) জৌনপুরী।

৮। মাওলানা আবুল হোছায়েন বেন্নে মাওলানা হোছে... ছাহেব (মরহুম) জৌনপুরী।

৯। মাওলানা মোহাম্মদ বেন্নে মাওলানা ফছিহউদ্দীন আহ... ছাহেব, জৌনপুরী।

১০। মাওলানা আবদুল কবির নবিরায় মাওলানা কেরামত আলী ছাহেব (মরহুম) জৌনপুরী।

১১। মাওলানা আবদুর রব নবিরায় মাওলানা কেরামত আলী ছাহেব, (মরহুম) জৌনপুরী।

১২। মৌলবী তাজাম্মুল হোসায়েন ছাহেব ছিদ্দিকী, বগিয়া শান্তিপুর, নদীয়া।

১৩। মৌলবী সৈয়দ বেলায়েত হোসেন ছাহেব, ১ম মোদাররেছ মাদ্রাসায়ে জুনিয়র, ফুরফুরা।

১৪। মাওলানা মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, সাং ছিকরী, যশোহর।

১৫। মাওলানা আবু মোহাম্মদ রুহুল আমীন ছাহেব, চব্বিশ পরগণা।

১৬। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহমান ছাহেব, রায়পুরী নোয়াখালী।

১৭। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ ফারুকী ছাহেব, হুগলী।

১৮। মাওলানা আহমদুল্লাহ ছাহেব, ১ম মোদাররেছ, রাজখোলা।

১৯। মৌলবী মোহাম্মদ বুজুর্গ আলী ছাহেব, নওয়াপাড়া।

২০। মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব, ১ম মোদাররেছ, জুনিয়র আওরাবুনিয়া, সুধারামী।

২১। মৌলবী আবদুর রাজ্জাক ছাহেব, সাং কৃষ্ণকাঠি, বাকেরগঞ্জ।

২২। মৌলবী আবদুল করিম ছাহেব, চাউলাকাঁঠি।

২৩। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল আজিজ ছাহেব, নোয়াখালী পুর্ণিয়া নগর, সাবেক মোদারেছ, রংপুর।

২৪। মৌলবী মোমতাজুদ্দিন আহমদ ছাহেব, নোয়াখালী।

২৫। মাওলানা আবদুল মাবুদ ছাহেব, মেদিনীপুর।

২৬। মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেব, সাং যশোহর।

২৭। মৌলবী মকবুল আহমদ ছাহেব, সাং সন্দীপ।

২৮। মৌলবী মোহাম্মদ হোছেন ছাহেব, সাং মক্কাশরীফ।

২৯। মৌলবী মোহাম্মদ মোহছেনুদ্দিন ছাহেব।

৩০। মৌলবী মোহাম্মদ ইছমাইল ছাহেব, নোয়াখালী।

৩১। মৌলবী আবদুল গফুর ছাহেব, সাং বীরমোহন।

৩২। মৌলবী আওলাদ আলী ছাহেব।

৩৩। মৌলবী মকবুল আহমদ ছাহেব।

৩৪। মৌলবী নজিবুল্লাহ ছাহেব, সাং কেউন্দিয়া

৩৫। মৌলবী ফজলুল হক ছাহেব।

৩৬। মৌলবী ইব্রাহিম উদ্দিন ছাহেব, খুলনা।

৩৭। মুন্সী আছিরুদ্দীন ছাহেব।

৩৮। মৌলবী আবদুল হাদী ছাহেব, সাং সন্দীপ

৩৯। মৌলবী কেরামত আলী ছাহেব, পাবনা।

৪০। মৌলবী মফিজুদ্দিন ছাহেব।

৪১। মৌলবী কাজি আবদুল মজিদ ছাহেব।

৪২। মৌলবী কমরোজ্জামান ছাহেব, ফরিদপুর।

৬৩। মৌলবী মোহাম্মদ হাসেম সাহেব, বরিশাল।

৬৪। " আবুল হাছান সাহেব, কুমিল্লা।

৬৫। " আবদুর রহমান সাহেব, সাং চলাবি, হুগলী।

৬৬। " মোহাম্মদ আবদুচ্ছোবহান সাহেব, নোয়াখালী।

৬৭। " গেয়াছুদ্দিন আহমদ সাহেব, কাজী, মঠবাড়িয়া;

৬৮। " মোহাম্মদ আবুচ্ছালাম ছাহেব, নোয়াখালী।

৬৯। " মোহাম্মদ ছাখাওয়াৎ আলী, সাং আইরণ

৭০। " আবদুল মজিদ সাহেব, মোদাররেছ মাদ্রাসায়ে ইসলামিয়া, বাকেরগঞ্জ।

৭১। " আবদুর রহমান সাহেব যশোহর ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার।

৭২। " আবদুল লতিফ ওরফে আলকাছ উদ্দীন সাহেব, সাং খাজুরা।

৭৩। মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেব, রায়পুরী নোয়াখালী, বেনে মাওলানা ফজলুল হক সাহেব।

৭৪। মৌলবী মোহাম্মদ যেহেরুল্লাহ সাহেব, সাং মেহেরমহল।

৭৫। " আহমদ আলী সাহেব, ১ম মোদাররেছ জুনিয়ার শিবপুর, ঢাকা।

৭৬। " সি, এ, এস, মোহাম্মদ আনিছুদ্দিন ছাহেব, সেটিফেকেট প্রফেসার।

৭৭। মৌলবী এফাজুদ্দিন আহমদ সাহেব।

৭৮। মৌলবী আহমদ আলী ছাহেব, সাং গনমান।

৭৯। মাওলানা করিম দাউদ দেহলবী সাহেব, মোদাররেছ মাদ্রাসায়ে আহমদিয়া, নোয়াখালী।

৮০। মাওলানা আবদুল আজিজ ছাহেব, সাং বটতলী নোয়াখালী।

৮১। „ মোহাম্মদ আবদুল বারী সাহেব, বটতলী নোয়াখালী।

৮২। মৌলবী মোহাম্মদ ইছহাক সাহেব।

৮৩। „ দলিলুদ্দিন সাহেব, শ্রীপুর পোঃ ভাণ্ডারিয়া।

৮৪। „ মোহাম্মদ ইছহাক সাহেব, কাজী, ভাণ্ডারিয়া।

৮৫। „ মোহাম্মদ কামেল ছাহেব, কাজী, ঝালকাঠি।

৮৬। „ মোহাম্মদ আজহারুদ্দিন ছাহেব, সাং সেরাল।

৮৭। „ মোহাম্মদ মোহছেনুদ্দিন সাহেব সাং নান্দুহার।

৮৮। „ নেছারুদ্দীন ওরফে নেহাল উদ্দীন সাহেব সাং নান্দুহার।

৮৯। মৌলবী আহমদ আবদুল হামিদ সাহেব।

৯০। মোহাম্মদ ফজলে হোছেন সাহেব, সাং দৌলত খাঁ।

৯১। „ জহুরুল হক সাহেব, হেড মৌলবী সুটিয়াকাঠি স্কুল।

৯২। „ লুৎফুর রহমান সাহেব, কাজী, পিরোজপুর।

৯৩। „ আবু জা'ফর মোহাম্মদ আবদুর রহিম সাহেব, মোদাররেছ মাদ্রাসায়ে ইসলামিয়া, নোয়াখালী।

৯৪। „ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব, নোয়াখালী।

৯৫। মাওলানা ইদ্রিছ ছাহেব ইসলামিয়া, নোয়াখালী।

৯৬। মৌলবী মোহাম্মদ আহ নোয়াখালী।

৯৭। মৌলবী মোহাম্মদ এলাহি নোয়াখালী।

৯৮। ফকির মোহাম্মদ . ইব্রাহীম ইব্রাহীম ছাহেব, দৌলতপুর, নোয়াখালী

৯৯। মৌলবী আহমদ আমীরোজ মোদার্রেছ, মাদ্রাসায়ে হরিনাথপুর।

১০০ মৌলবী মোহাম্মদ মুজাফ্ফ ফুলখালী।

১০১। " আবদুল খালেক ছাহে

১০২। " আবদুর রহমান ছাহে

১০৩। " আহমদ আবদুর রহমান

১০৪। " মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ছা

১০৫। মাওলানা মাহমুদুল্লাহ বেনে মাওল রায়পুরী নোয়াখালী।

১০৬। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল আলী বানরীপাড়া স্কুল।

—সমাপ্ত—

মুদ্রণে: মোহাম্মদ আবদুল গনি শাহ
ছারছীনা মাদ্রাছাহ প্রেস
পোঃ—দারুচ্ছুন্নাৎ, জিলা—বাকেরগ

ফুরফুরা শরীফ PDF লাইব্রেরী